বিল নং........., ২০২৩

বাংলাদেশের বনজ সম্পদের আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, কাঠ ও কাঠজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানিসহ বনশিল্পের উন্নয়ন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনকল্পে Forest Industries Development Corporation Ordinance, 1959 যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন মর্মে অঙ্গীকার করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং বন ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাঠ, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য বনজ উপকরণ দ্বারা এবং অন্যান্য পদার্থ সহযোগে উৎপন্ন গৃহস্থালী, দাপ্তরিক, বাণিজ্যিকসহ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাবার, আসবাবপত্র ও সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনে পণ্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণন ও রপ্তানিসহ বনশিল্পের উন্নয়ন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনকল্পে Forest Industries Development Corporation Ordinance, 1959 (Ordinance No. LXVII of 1959) যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) **"কর্পোরেশন"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন;

(২) **"কর্মচারী"** অর্থ কর্পোরেশনের কোনো কর্মচারী;

(৩) **"কাঠ"** অর্থ Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) এর section 2(6) এ সংজ্ঞায়িত timber;

(৪) **"কাঠজাত পণ্য"** অর্থ কাঠ, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য বনজ উপকরণ দ্বারা এবং স্টিলসহ অন্যান্য ধাতব পদার্থ সহযোগে উৎপন্ন গৃহস্থালী, দাপ্তরিক, বাণিজ্যিকসহ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পণ্য;

(৫) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান;

(৬) **"তফসিল"** অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৭) **"পরিচালক"** অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালক;

(৮) **"পরিচালনা পর্ষদ"** অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ;

(৯) **"পরিবেশ"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২(ঘ) এ সংজ্ঞায়িত পরিবেশ;

(১০) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১১) **"বনশিল্প"** অর্থ কর্পোরেশনের জমিতে রাবার, বনজ গাছ এবং বনবিভাগ ও অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত কাঠ হইতে উৎপাদিত শিল্পপণ্য;

(১২) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

মোঃ সাহিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১৩) **"রাবার"** অর্থ কর্পোরেশনের জমিতে অবস্থিত রাবার গাছ হইতে প্রাপ্ত ও আহরিত রাবার কষ, ট্রিলেজ-কাপলাম্প (Treelace-Cuplump), মাডলাম্প (Mudlump) বা অনুরূপ উপাদানসহ রাবার শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত রিবড্ স্মোকড শিট (Ribbed Smoked Sheet), টেকনিক্যালি স্পেসিফাইড রাবার (Technically Specified Rubber) বা অনুরূপ রাবার;

(১৪) **"শিল্পপণ্য"** অর্থ প্রাকৃতিক রাবার দ্বারা তৈরি টায়ার, টিউব, জুতা, পাইপ, গাম, ফোম, গ্যাসকেট, নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্য ও যন্ত্রপাতির কভার, বিভিন্ন যানবাহন ও শিল্প কারখানার খুচরা যন্ত্রাংশ এবং রাবার দ্বারা উৎপাদিত পণ্য এবং বৃক্ষ বা বনজ সম্পদ প্রক্রিয়াজাত করিয়া রূপগত পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বা সামগ্রীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) **"শিল্প ইউনিট"** অর্থ কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ইউনিট, প্ল্যান্ট বা কারখানা যেখানে কাঠ, কাঠজাত পণ্য, শিল্পপণ্য, প্রাকৃতিক রাবার বা রাবার ব্যবহার করিয়া বোর্ড বা আসবাবপত্র বা অন্য কোনো সামগ্রী তৈরি করা হয়;

(১৬) **"শ্রমিক"** অর্থ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৫) এ সংজ্ঞায়িত শ্রমিক; এবং

(১৭) **"সদস্য"** অর্থ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

৩। **কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Forest Industries Development Corporation Ordinance, 1959 (Ordinance No. LXVII of 1959) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Forest Industries Development Corporation বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে অভিহিত হইবে এবং এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **কর্পোরেশনের কার্যালয়**।- (১) কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কর্পোরেশন, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার আঞ্চলিক বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **কর্পোরেশনের কার্যাবলি ও ক্ষমতা**।- (১) কর্পোরেশনের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) তফসিলের অংশ 'ক' এ বর্ণিত বৃক্ষ বা বনজ সম্পদ, অংশ 'খ' এ বর্ণিত শিল্প ইউনিট, অংশ 'গ' এ বর্ণিত শিল্পপণ্য বা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো স্কিম, প্রোগ্রাম বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রের মধ্যে বৃক্ষ বা বনজ সম্পদ বা শিল্প ইউনিট বা শিল্পপণ্য এবং রাবার গাছ, মধু, আগর, ঔষধি গাছ, বনজ শিল্প ও কৃত্রিম রাবার বা অনুরূপ বৃক্ষ বা সম্পদ বা পণ্যের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া যথাযথ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) রাবার চাষ অনুপযোগী জমিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার আবহাওয়া উপযোগী ও পরিবেশবান্ধব এবং অধিক কার্বন শোষণকারী বৃক্ষ বা বনজ সম্পদ বা ঔষধি গাছ রোপণ;

(ঘ) প্রয়োজনে, আধুনিক সংরক্ষণাগার স্থাপন ও উন্নয়ন;

৬/১০/২৩
মোঃ সাহিদুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিভিন্ন আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব শিল্প ইউনিট স্থাপন ও উন্নয়ন, কাঠ, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য বনজ উপকরণজাত পণ্য, প্রাকৃতিক রাবার, রাবার ও শিল্পপণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি, উন্নয়ন ও বহুমূখীকরণ;

(চ) প্রয়োজনে, নূতন শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা, কোনো শিল্প ইউনিটকে অন্য একটি শিল্প ইউনিটের সহিত একীভূতকরণ বা বিভক্তকরণ;

(ছ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত অন্য কোনো কার্য সম্পাদন; এবং

(জ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত স্কিম, প্রোগ্রাম বা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য, ক্ষেত্রমত, সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং কর্পোরেশন উক্তরূপে অনুমোদিত স্কিম, প্রোগ্রাম বা প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করিবে।

(৩) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে এবং শিল্পপণ্য বা সামগ্রী উৎপাদনের ভিন্নতার ভিত্তিতে একটি হইতে অন্যটিকে আলাদা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোম্পানির মূলধন কাঠামো অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করিয়া অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির শেয়ার বা অধিকার অর্জন, ধারণ বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৬। **কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান**।- (১) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন, এবং তিনি-

(ক) এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবেন; এবং

(খ) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

৭। **পরিচালনা পর্ষদ গঠন**।- কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব, যিনি পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিও হইবেন;

(খ) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান;

(গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঘ) কর্পোরেশনের ৩ (তিন) জন সার্বক্ষণিক পরিচালক; এবং

(ঙ) কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের ১ (এক) জন কর্মকর্তা, যিনি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য-সচিবও হইবেন।

৮। **সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন**।- (১) কর্পোরেশনের সাধারণ দিক-নির্দেশনা ও প্রশাসন পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) কর্পোরেশন যেই সকল কার্য সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে পরিচালনা পর্ষদও সেই সকল কার্য সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৯। **পরিচালনা পর্ষদের সভা, ইত্যাদি**।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ সা[illegible]নুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(২) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এবং অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে পরিচালনা পর্ষদের সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **কমিটি**।- এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিচালনা পর্ষদ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন এবং উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১১। **বিশ্বস্ততা এবং গোপনীয়তার ঘোষণা**।- কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, পরিচালক, কমিটির সদস্য, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক, পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এই আইনের তফসিলের অংশ-'ঘ' এ উল্লিখিত বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তার ঘোষণা প্রদান করিবেন।

১২। **কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।- (১) কর্পোরেশন, উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। **উপদেষ্টা, পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ**।- কর্পোরেশন, উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজনে, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে উপদেষ্টা, পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। **অস্থায়ী ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ**।- (১) কর্পোরেশন, পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমোদনক্রমে, অস্থায়ী ভিত্তিতে বিশেষ দক্ষতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) শ্রমিকগণের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৫। **জনসেবক**।- কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালক ও কর্মচারীগণ এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগকালে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ Public servant অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে Public servant বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৬। **শেয়ার মূলধন**।- (১) কর্পোরেশনের অনুমোদিত শেয়ার মূলধন হইবে ১ (এক) হাজার কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন হইবে ৩ (তিন) শত কোটি টাকা, যাহা প্রতিটি ১০ (দশ) টাকা মূল্যের ৩০ (ত্রিশ) কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত অনুমোদিত বা পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধন নিম্নবর্ণিত হারে সংগৃহীত হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক ন্যূনতম ৫১ (একান্ন) শতাংশ; ও

(খ) জনসাধারণ কর্তৃক সর্বোচ্চ ৪৯ (উনপঞ্চাশ) শতাংশ।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্পোরেশন উহার যে কোনো বা সকল কার্যক্রম পরিচালনা করিবার নিমিত্ত ঋণ বা অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উপায়ে আলাদাভাবে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৪) কর্পোরেশনের শেয়ারসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত হইবে।

৩/১০/২৩
মোঃ সাহিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৭। **শেয়ার নম্বর**।- কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি শেয়ারের একটি যথোপযুক্ত নম্বর থাকিবে এবং এই নম্বর দ্বারা শেয়ারগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যাইবে।

১৮। **নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ**।- কর্পোরেশন উহার প্রধান কার্যালয়ে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে।

১৯। **শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা**।- (১) কোনো ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি কোনো আইনের অধীন চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য হন।

(২) কোনো ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার পর যদি কোনো সময় দেখা যায় যে, নিবন্ধনের সময় উক্ত ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হইবার অযোগ্য ছিলেন, তাহা হইলে তিনি, কোনো এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের আদেশের অধীন তাহার শেয়ারসমূহ বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত, শেয়ারহোল্ডারের কোনো অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

২০। **বার্ষিক সাধারণ সভা**।- (১) কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডারগণের বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে তাহা কোনোক্রমেই হিসাব বন্ধের ৬ (ছয়) মাস পরে অনুষ্ঠিত হইবে না।

(২) কর্পোরেশন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনার জন্য ধারা ২৬ ও ২৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবে।

(৩) শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনার যোগ্য এমন যে কোনো বিষয় বিবেচনার নিমিত্ত, পরিচালনা পর্ষদ, সময় এবং স্থান নির্ধারণপূর্বক শেয়ারহোল্ডারগণের কোনো বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(৪) শেয়ারহোল্ডারগণের সভায় প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের যোগদানের অধিকার থাকিবে, তবে কোনো শেয়ারহোল্ডারের ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না, যদি না তিনি-

(ক) উক্ত সভার তারিখ হইতে অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে শেয়ারহোল্ডার হিসাবে নিবন্ধিত হন; এবং

(খ) কর্পোরেশনের শেয়ার বাবদ বর্তমানে প্রাপ্য সকল দাবী এবং অন্যান্য অর্থ পরিশোধ করেন।

(৫) কোনো নির্বাচনে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের প্রতি ৫ (পাঁচ) টি শেয়ারের জন্য ১ (এক) টি করিয়া ভোট থাকিবে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উক্ত ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

২১। **কর্পোরেশনের তহবিল**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশি বা বিদেশি কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ বা অনুদান;

(গ) কর্পোরেশনের সম্পদ, কাঠ বা কাঠজাত পণ্য বা শিল্পপণ্য বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ, বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত সুদ বা লভ্যাংশ; এবং

(ঘ) অন্য যে কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিলের অর্থ, পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্ত তহবিল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে, তবে উক্ত বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী উক্ত তহবিল পরিচালিত হইবে।

ব্যাখ্যা।- 'তফসিলি ব্যাংক' অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত "Scheduled Bank"।

৩/১০/২৩
মোঃ সাইদুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৪) চেয়ারম্যান, পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি এবং উপদেষ্টা পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞের সম্মানী এবং কর্পোরেশনের কার্যাবলি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

২২। **বিনিয়োগ।**- কর্পোরেশন, উহার অর্থ সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে বিনিয়োগ সীমা অনুসরণপূর্বক, শেয়ার, সঞ্চয়পত্র বা অন্য কোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

২৩। **বাজেট।**- কর্পোরেশন, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং অনুমোদিত বাজেটের ভিত্তিতে অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।

২৪। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।**- (১) কর্পোরেশন উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঋণ গ্রহণ এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) দীর্ঘ মেয়াদে সরকারি উৎস হইতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে;

(খ) জামানতসহ বা জামানত ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো তফসিলি ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা উৎস হইতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে; এবং

(গ) বাংলাদেশের ভিতরে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত বা বাংলাদেশের বাহিরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শর্তাধীনে নির্দিষ্ট সুদের হারে বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যু এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে।

(২) কর্পোরেশন বন্ড এবং ডিবেঞ্চার ইস্যুকালীন সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত হারে আসল এবং সুদের পুনঃপরিশোধ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক উল্লিখিত বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারিবে।

২৫। **আমানত ও জমা হিসাব।**- কর্পোরেশন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে হিসাব খোলা ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৬। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**- (১) কর্পোরেশন যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও কর্পোরেশন Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত কোনো Chartered Accountant দ্বারা কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করাইতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশন এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant এতদুদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant, কর্পোরেশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, পরিচালক, উপদেষ্টা, পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ বা কর্পোরেশনের যে কোনো কর্মচারীর নিকট ব্যাখ্যা চাহিতে বা তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন।**- (১) কর্পোরেশন প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পর পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, যে কোনো সময়, কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা কোনো বিষয়ের প্রতিবেদন, রিটার্ন, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান বা তথ্য আহ্বান করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

মোঃ সাহিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৮। **কর্পোরেশনের অধীনস্থ রাবার বাগানের অভ্যন্তরীণ পথ ব্যবস্থাপনা**।- কর্পোরেশন উহার অধীনস্থ রাবার বাগানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে রাবার বাগানের অভ্যন্তরস্থ যে কোনো পাবলিক বা প্রাইভেট চলাচল পথ বন্ধ এবং অনুরূপ পথের জন্য উপযুক্ত ও সুবিধাজনক বিকল্প চলাচল পথের ব্যবস্থা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বন অধিদপ্তর বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে এই বিধানের কোনো কিছুই বাধাগ্রস্ত করিবে না।

২৯। **চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত, দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থি নহে, এইরূপ যে কোনো চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

৩০। **সংঘস্মারক ও সংঘবিধির সংশোধন, ইত্যাদি**।- কর্পোরেশন, সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উহার কোনো কোম্পানির সংঘস্মারক এবং সংঘবিধি সংশোধন করিতে পারিবে।

৩১। **কর্পোরেশনের পাওনা আদায়**।- কর্পোরেশনের অনাদায়ী পাওনা Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর অধীন বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩২। **অপরাধ ও দন্ড**।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি, কর্পোরেশনের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, কোনো প্রসপেক্টাস বা বিজ্ঞাপনে কর্পোরেশনের নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি Penal Code, 1860 (Act. No. XLV of 1860) এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী কারাদন্ড, অর্থদন্ড, অথবা উভয়দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) যদি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষক, কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি Penal Code, 1860 (Act. No. XLV of 1860) এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী অর্থদন্ড, কারাদন্ড অথবা উভয়দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ ব্যতীত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলযোগ্য হইবে না।

৩৩। **কর্পোরেশনের অবসায়ন**।- কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ উল্লিখিত অবসায়ন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং আইন প্রণয়ন ব্যতিরেকে উহার অবসায়ন করা যাইবে না।

৩৪। **ক্ষমতা অর্পণ**।- (১) কর্পোরেশন দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদ উহার ক্ষমতা চেয়ারম্যানের নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান তাহার ক্ষমতা কর্পোরেশনের পরিচালকগণের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৫। **তফসিল সংশোধন**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৩৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশন, সরকারের পূবানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলি বা বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) Forest Industries Development Corporation Ordinance, 1959 (Ordinance No. LXVII of 1959), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত কোনো কাজ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, ইস্যুকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ, প্রদত্ত

মোঃ সাহিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কোনো নোটিশ, প্রস্তুতকৃত ও অনুমোদিত বাজেট, প্রাক্কলন, স্কিম, প্রোগ্রাম বা প্রকল্প, এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, জারীকৃত, ইস্যুকৃত, প্রদত্ত, প্রস্তুতকৃত এবং অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত Ordinance এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Forest Industries Development Corporation এর-

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার ও স্বার্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, ফি, চার্জ, স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত সকল অর্থ এবং সিকিউরিটিসহ সকল দাবী ও অধিকার, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব, গৃহীত বাধ্যবাধকতা এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট, যথাক্রমে, কর্পোরেশনের ঋণ, দায়-দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা উক্ত Ordinance এর অধীন এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই;

(ঘ) সকল কর্মচারী কর্পোরেশনের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেই একই শর্তে নিযুক্ত বা, ক্ষেত্রমত, বহাল থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই আইনের অধীন কর্পোরেশন কর্তৃক তাহাদের চাকরির শর্তাবলি পরিবর্তিত হয়; এবং

(ঙ) Board of Directors, যদি থাকে, এর কার্যক্রম, বিদ্যমান মেয়াদ অবসানের পূর্বে বিলুপ্ত না হইলে অথবা এই আইনের অধীন পরিচালনা পর্ষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

৩৯। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩/১০/২৩
মোঃ সাহিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তফসিল

[(ধারা ৫(১)(ক) দ্রষ্টব্য)]

অংশ-'ক'

বৃক্ষ বা বনজ সম্পদ

ক্রমিক নম্বর	বৃক্ষ বা বনজ সম্পদ
(১)	(২)
১।	আগর গাছ;
২।	ঔষধি গাছ;
৩।	রাবার গাছ;
৪।	বনজ সম্পদ;
৫।	অনুরূপ অন্যান্য বৃক্ষ বা বনজ সম্পদ।

অংশ-'খ'

শিল্প ইউনিট

ক্রমিক নম্বর	ইউনিট বা প্ল্যান্ট বা কারখানা
(১)	(২)
১।	কাঠ সংরক্ষণ ইউনিট;
২।	কাঠ সিজনিং প্ল্যান্ট;
৩।	কাঠ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট;
৪।	ভিনিয়ার বোর্ড প্ল্যান্ট;
৫।	উড পার্টিক্যাল বোর্ড প্ল্যান্ট;
৬।	প্লাই উড প্ল্যান্ট;
৭।	বক্স উড বা কার্টুন কারখানা;
৮।	করাত কল বা করাত কারখানা;
৯।	ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ আসবাবপত্র তৈরি কারখানা;
১০।	সাধারণ আসবাবপত্র বা কম্পোজিট আসবাবপত্র তৈরি কারখানা;
১১।	কাঠজাত বা শিল্পপণ্য বিপণন, রপ্তানি ও বাজারজাতকরণ ইউনিট;
১২।	অনুরূপ অন্যান্য যে কোনো শিল্প ইউনিট।

অংশ-'গ'

শিল্পপণ্য

ক্রমিক নম্বর	শিল্পপণ্য
(১)	(২)
১।	মধু;
২।	রাবার শিট;
৩।	রাবার গাম;
৪।	রাবার ফোম;
৫।	অনুরূপ অন্যান্য যে কোনো শিল্প পণ্য।

মোঃ সাহিদুর রহমান

অংশ-'ঘ'

[ধারা ১১ দ্রষ্টব্য]

বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তার ঘোষণা

আমি.. এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের যে কোনো দপ্তরের সহিত সম্পৃক্ত পদমর্যাদায় একজন চেয়ারম্যান, পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক, কোনো কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরামর্শক, উপদেষ্টা, প্রতিনিধি বা, ক্ষেত্রমত, নিরীক্ষক, বিশেষজ্ঞ হিসাবে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও সততার সহিত এবং আমার বিচার বিবেচনা, দক্ষতা এবং সামর্থ্যের সর্বোত্তম প্রয়োগ করিয়া আমার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদন ও পালন করিব।

আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, কর্পোরেশনের কার্যাদি সম্পর্কিত কোনো তথ্য এমন কোনো ব্যক্তিকে জানাইব না বা জানিতে দিব না, যাহার উক্ত তথ্য জানিবার কোনো আইনগত অধিকার নাই এবং এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে কর্পোরেশনের কাজের সহিত সম্পর্কিত বা কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা দখলীয় কোনো বহি বা দলিলপত্র পরিদর্শন বা দেখিবার সুযোগ প্রদান করিব না।

....

(স্বাক্ষর)

আমার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত

....

(স্বাক্ষর)

পদবি/সীলমোহর:..

তারিখ: ....

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

মোঃ সাহিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।